দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 21 NOV 1994 ...
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

05

শিবিরের ব্রাশফায়ার ।। চট্টগ্রাম পলিটেকনিকের জিএসসহ ছাত্রদলের দুই নেতা নিহত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক) চট্টগ্রাম, ২০শে নভেম্বর।–আজ রোববার সকালে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র বাহিনীর ব্রাশফায়ারে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ২জন নেতা ঘটনাস্থলে নিহত ও অপর ৩ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। নিহতরা হচ্ছে পলিটেকনিক ছাত্র সংসদের জিএস মোঃ জমির উদ্দিন (২২) ও ছাত্রদলের পলিটেকনিক শাখার আহ্বায়ক ফরিদ (২১)। আহত মোঃ নওশাদকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং চঞ্চল ও তৌহিদকে হলিক্রিসেন্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এরাসহ আহতদের সংখ্যা প্রায় ১৫ জন। এ ঘটনার পর পর সকাল সাড়ে এগারটা থেকে রাত পর্যন্ত ছাত্রদলের বিক্ষুব্ধ কর্মীরা নগরীতে বেশ ক'টি বিক্ষোভ মিছিল করে। এছাড়াও প্রায় সারাদিন ধরেই নগরীর বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য যানবাহন ও দোকানপাট ভাঙচুর হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ জানানঃ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে যখন শান্তিপূর্ণ ক্লাস চলছিল তখন ছাত্র শিবিরের ক'জন কর্মী স্টাইপেন্ড–এর টাকা তুলতে এসেছে বলে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে এবং ছাত্র সংসদ জিএসসহ অন্য ছাত্রদল নেতাদের অবস্থান জেনে নেয়। সকাল এগারটা দশ মিনিটে দু'টি মাইক্রোবাসে করে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাসে এসে পৌঁছায় এবং পূর্বের অবস্থানরত শিবির কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে। এরপর সন্ত্রাসীরা কলেজের বারান্দায় প্রথমে জাহাঙ্গীর ফরিদকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। গুলির শব্দে আতংকিত হয়ে অন্যরা নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাবার চেষ্টাকালে সন্ত্রাসীরা জিএস জমির উদ্দিনকে লক্ষ্য করে ব্রাশফায়ার করে। নওশাদকে তারা চাইনিজ কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে তারপর গুলি করে। জাহাঙ্গীর ফরিদ ও জমির ঘটনাস্থলে নিহত হয়। গুলিবিদ্ধ নওশাদ, চঞ্চল ও তৌহিদের অবস্থা আশংকাজনক বলে জানা গেছে। শিবিরের সন্ত্রাসীরা ১৫/২০ মিনিটের মধ্যে অপারেশন সম্পন্ন করে নির্বিবাদে চলে যায়। ঘটনার সময় পলিটেকনিকে কর্তব্যরত পুলিশ থাকলেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ছাত্রদল নগর শাখার সভাপতি নাজিমুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী অভিযোগ করেছেন, সিএমপি'র শিবির ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

শিবির ঃ ব্রাশফায়ারে ছাত্রদল নেতা নিহত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিদায়ী পুলিশ কমিশনার ওসমান আলী খান ও উপ-পুলিশ কমিশনার সুলতান আহমদের সরাসরি প্রশ্রয়ে শিবিরের সন্ত্রাসীরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। তারা বলেন, পুলিশ কমিশনারকে অন্যত্র বদলি করায় তিনি বিএনপি, ও ছাত্রদল নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে এসেছেন।

মৎস্য ও পশুসম্পদমন্ত্রী আবদুল্লাহ-আল-নোমান আজ সন্ধ্যায় নূর আহমদ সড়কস্থ নগর বিএনপি কার্যালয়ের সামনে কয়েকশ' বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল কর্মীর সমাবেশে বলেছেন, জামাত-শিবির চক্রকে আর [illegible]

[illegible]দেশে রক্তের হোলিখেলায় মেতে উঠেছে। পলিটেকনিক সম্পর্কে, নগর পুলিশকে গতকাল সতর্ক করে দিলেও পুলিশ তার কথা শোনেনি বলে তিনি জানান। সাবেক মেয়র মীর মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন বলেন, আর প্রতিবাদ নয় এবার জামাত-শিবির ঘাতক চক্রের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিশোধ নিতে হবে। আগামীকাল সোমবার সকাল ১১ টায় লালদীঘি ময়দানে নিহতদের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

নগরী থমথমে

পলিটেকনিকে ছাত্রদলের নেতা নিহত ও অন্য ৩ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক আহত হবার সংবাদে সারা নগরীতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদলের বিক্ষুব্ধ কর্মীরা এসময় নূর আহমদ সড়ক, লাভ লেইন, জুবিলি রোড, মেহেদীবাগ, মেডিক্যাল কলেজ এলাকা, লালখান বাজার এলাকাসহ নগরীর প্রায় সর্বত্র এলোপাতাড়ি যানবাহন ভাঙচুর শুরু করে। বেলা ১২টা থেকে নগরীতে অজস্র বোমা, ককটেল বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দে জনমনে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। নগরীর প্রধান সড়কসমূহে রাত আটটা পর্যন্ত যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ ছিল। অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। এ সুযোগে ছাত্রদলের নাম দিয়ে কিছু দুর্বৃত্ত নগরীর বিভিন্ন স্থানে গণছিনতাই, দোকান লুট ইত্যাদি করেছে। সবকিছুই হয়েছে পুলিশের সামনে। কিন্তু পুলিশকে ভাঙচুর বা লুটপাট কোন কাজেই কাউকে বাধা দিতে দেখা যায়নি। নগরীতে আজ বিরাজ করছে থমথমে অবস্থা।